দৈনিক জনকণ্ঠ

১১/১১/২০০০

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১...

ইডেনে ছাত্রী সংঘর্ষ

আজ আর ছাত্র রাজনীতি মনে হয়, আগের মতো নিঃস্বার্থ ও আদর্শবাদী অবস্থানে নেই। আজ ছাত্র রাজনীতি নানা দল-উপদলে বিভক্ত ফলে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্রই একট অস্থিরতার ভাব লক্ষণীয়। আর, এখনতে ক্যাডার দ্বারা ছাত্র রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত। আরও বেদনাদায়ক আজ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনেক শিক্ষকও নানাভাবে শিক্ষক-রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। ফলে, এসব উচ্চ শিক্ষাপীঠে অধ্যয়নের পরিবেশ বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। কথায় কথায় শিক্ষাঙ্গনে ধর্মঘট, ছাত্রদের বিভিন্ন দলে সংঘর্ষ এবং অনেকক্ষেত্রে সশস্ত্র সংঘর্ষ এক ভয়াবহ রূপধারণ করে। সবচেয়ে বেদনাদায়ক হচ্ছে এই যে, ছাত্রসমাজের রাজনীতির এই বিষবাষ্প আজ ছাত্রীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এই অবস্থার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ-ব্যাপারে জনকণ্ঠসহ দেশের সকল জাতীয় দৈনিকে একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। জনকণ্ঠের গত ৮ নবেম্বরের রিপোর্টে বলা হয়, ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে নবাগত ছাত্রদলে যোগদানকারী ও পুরনো ছাত্রদলের দুই দল ছাত্রীর মধ্যে মারামারি হয়েছে। এতে পাঁচ ছাত্রী আহত হয়েছে। জিয়ার মাজারে গত বুধবার সকালের ফুলদানকে কেন্দ্র করে বিরোধের জের হিসাবে এই সংঘর্ষ হয়েছে সন্ধ্যায়। তিন ছাত্রীকে আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা জানিয়েছে, নির্বাচনে বিএনপির বিজয়ের পর ছাত্রলীগ থেকে একদল ছাত্রী ছাত্রদলে যোগদান করতে চাইলে ছাত্রীরা বাধা দেয়। পরে অবশ্য তারা ছাত্রদলে যোগ দিয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে চাপা বিরোধ চলে আসছে। গত বুধবার এই নবাগতরা পৃথকভাবে জিয়ার মাজারে গিয়ে ফুলদান করে। আগের ছাত্রদলের ছাত্রীরাও পৃথকভাবে ফুলদান করে। পৃথকভাবে এই ফুল দেয়া নিয়ে ঐদিন সন্ধ্যায় প্রথমে ছাত্রীদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। পরে তারা হকিস্টিক, লাঠিসোটা, কাচি, ব্লেড নিয়ে হামলা চালায়। ছাত্রীদের মধ্যে এই সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। আধিপত্যের লড়াই নিয়ে দু'টি গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে পৌছলে কর্তৃপক্ষ ৭দিনের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করেছে। তবে আগামী ১৭ নবেম্বর থেকে অনুষ্ঠিতব্য মাস্টার্স পরীক্ষার্থীরা প্রবেশপত্র দেখানো সাপেক্ষে ছাত্রীনিবাসে অবস্থান করতে পারবে।

কলেজের অধ্যক্ষও দুঃখের সঙ্গে বলেছেন, পরিস্থিতি শান্ত করার জন্যই আসলে ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ, এই বেদনাময় ঘটনায় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮ হাজার শিক্ষার্থী জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বিবদমান দু'টি গ্রুপের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্রীদের মধ্যে সংঘর্ষ নতুন কোন ঘটনা নয়। অতীতেও এইরকম ঘটনা ঘটেছে। তবে, সেসব ক্ষেত্রে সংঘর্ষটা ছিল দু'টি বিপরীতমুখী ছাত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এবারের সংঘর্ষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে আধিপত্যের লড়াই। এ ব্যাপারে ছাত্রীদের মধ্যে চুলাচুলি, সশস্ত্র সংঘর্ষের সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে বৃহস্পতিবার বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে। এতে সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষীরা অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন। গত শুক্রবার ছাত্রীদের হল ত্যাগের দৃশ্য ছাপা হয়েছে অধিকাংশ জাতীয় দৈনিকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অনেকদিন থেকেই ছাত্রদলের দু'টি গ্রুপ সক্রিয় হয়ে ওঠে। দু'টি গ্রুপের মধ্যে গত পয়লা অক্টোবরের পর এ-পর্যন্ত চারবার সংঘর্ষ হয়েছে। এর মধ্যে বড় সংঘর্ষ হয় গত ১৪ অক্টোবর। এই সংঘর্ষে উভয় গ্রুপের ৩০ জন আহত হয়। ছাত্র সংগঠনগুলো পরিচালিত হয় মূল রাজনৈতিক দলের নির্দেশ ও পরামর্শে। তাই ছাত্রদল যেমন বিএনপির অঙ্গ ছাত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে, তেমনি ছাত্রলীগ কাজ করে আওয়ামী লীগের নির্দেশে। তাই আমরা ক্ষমতাসীন বিএনপি নেতৃবৃন্দের কাছে আবেদন জানাই, আপনারা অবিলম্বে এই আত্মঘাতী সংঘর্ষ বন্ধ করে ঐ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করুন। এতে করে আপনারাও উপকৃত হবেন আর বেশি উপকৃত হবে শতকরা ৯৫ জন শিক্ষানুরাগী ছাত্রী। অতীতে আমরা বহুবার বলেছি, মূল রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গসংগঠন হিসাবে যতদিন এই ছাত্রসংগঠনগুলো কাজ করবে, ততদিন পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতি দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত হতে পারবে না।

তাই এই দু'টি রাজনৈতিক দলের হাইকম্যান্ডের কাছে আবেদন জানাই, ছাত্রসমাজকে আপনারা দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার না-করে তাদের ছাত্রসমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করুন। এতে সমগ্র জাতি উপকৃত হবে। আজকে জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এই প্রত্যাশা করা কি খুব বেশি কিছু?